শাশ্বত দীপ

মাহমুদা রুনু

তোমার শাশ্বত দীপ হাতে –
উত্তর থেকে দক্ষিনে
পুব থেকে পশ্চিমে
নদী থেকে সমুদ্দুরে
দিক থেকে দিগন্তের পথে
সময়ের রথে পথ চলা ।
বিরোধে বিচ্ছেদে
আনন্দে উৎসবে
তোমার কোমল স্পর্শে
বেঁচে থাকা ––
একদিন, একবর্ষ,
একযুগ, তারপর তার পর
গুনে গুনে অর্ধশতাব্দি ।
এইতো আমার স্বর্গ –
তোমার দুহাতের বেষ্টনে
তোমার বুকের কুঠিরে ।
তোমার হৃদয়ের অনিন্দ ভুগোলক
এইতো আমার পৃথিবী ।
তোমার হাতের ছোয়ায় গোলাপের কুড়ি জেগে ওঠে ;
চন্দ্রমল্লিকারা হাসে প্রাণের হিল্লোলে ।
পথে পথে ছড়িয়ে দাও
স্বস্থির সুস্থ আশির্বানী ।
তোমার আঁখিতারা
জ্বলে জীয়ন্ত প্রভায় –
পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যে;
আজ, অতীত, আগামী সমস্ত
সমগ্রতায় ।

যখন অমানিশায় কালো রাত আসে
হারিয়ে যাই কুৎসিত অন্ধকারে ।
বিদ্যুতের বজ্রপাতের নিশানে তুমি আসো
শাশ্বত দীপের প্রভায়
আমার অমানিশায় ।

এ বিশ্ব চরাচরে––
শ্রষ্ঠার সৃষ্টি
সৃষ্টির শ্রেষ্ট
মমতার ফল্গুধারায় পুর্ন
পুন্যবতী মা । মাগো
তুমি আমার
ধ্যান জ্ঞান আরাধনায়,
আরাধ্য সাফল্যের সোপানে,
তুমি -
ক্ষণিকের খন্ড সংকটে,
দিনের দৈনন্দিন ধারায়,
বর্ষের বার্ষিক পার্বনে ।
তুমি যেন এক প্রকান্ড সূর্য
অন্তহীন উদয় উদার আকাশে ।
বিধাতার এক ঐশ্বরিক জ্যোতিতে
জগতে জ্যোতির্ময়ী
মা তুমি শাশ্বত দীপ ।

৭ মে ২০০৯